প্রথম আলো

তারিখ ... 2-5-JUL-2017 ...
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সাবেক উপাচার্যের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়াই যথেষ্ট নয়

দুর্নীতির মামলায় রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আবদুল জলিল মিয়ার গ্রেপ্তার ও কারাগারে গমনের ঘটনা দেশের শিক্ষা প্রশাসনে মূল্যবোধে গভীর ধস নামার ইঙ্গিতবহ। এটা নির্দেশ করছে যে সরকারি খাতের বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগের যে পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে, তা আমূল বদলাতে হবে।

কোনো সন্দেহ নেই বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্নীতি ও অনিয়ম গভীরভাবে বাসা বেঁধেছে। প্রতীয়মান হচ্ছে যে এই দুর্নীতির শিকড় এতটাই বিস্তৃত হয়েছে যে এখানে একটি সামগ্রিক শুদ্ধিকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা দরকার। বিশেষ করে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক কর্মকর্তা-কর্মচারী বিধি অনুসরণ না করেই নিয়োগ পেয়েছেন, তাঁদের বিষয়ে একটা সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রত্যাশিত। দুদক যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তা ধন্যবাদ পাওয়ার মতো। কিন্তু এটাই যেন শেষ কথা না হয়। এটা লক্ষণীয় যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়-সংশ্লিষ্ট সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা অনিয়মের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা কিংবা নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার আলোকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দুর্ভাগ্যজনকভাবে অপারগতা দেখিয়ে চলেছে। বরং উপাচার্যরা তাঁদের পূর্বসূরিদের আমলের অবৈধ নিয়োগকে সমর্থন দিয়ে চলতেই সংকল্পবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে।

এটা খতিয়ে দেখা দরকার যে কোন রহস্যজনক কারণে উপাচার্য পদে নতুন মুখের আগমন ঘটলেও তাঁরা পদ্ধতিগতভাবে অতীতের দুর্নীতি ও অনিয়ম প্রশ্রয় দিয়ে চলতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছেন। এটাই সব থেকে কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়। রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ উপাচার্য যোগ দিয়েছেন গত মধ্য জুনে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। অথচ কী আশ্চর্য পরিহাস! এর এক মাস না যেতেই সিন্ডিকেটের ৫৩তম সভায় ওই একই দুর্নীতি মামলায় অভিযোগপত্রভুক্ত চার কর্মকর্তা পদোন্নতি লাভ করেন। অথচ বিধিমতে তাঁদের সাময়িক বরখাস্ত হওয়ার কথা। সাবেক উপাচার্য জলিল মিয়ার সঙ্গে কারাগারে যাওয়া উপ-রেজিস্ট্রার শাহজাহান আলী পদোন্নতিপ্রাপ্ত ওই চারজনের অন্যতম।

সুতরাং আমরা সরিষায় ভূত থাকার সম্ভাবনা নাকচ করি না। বিধিবহির্ভূতভাবে ৩৪৯ জনকে নিয়োগের মামলায় ওই দুজন কারাগারে থাকবেন, বাকিরা বহাল তবিয়তে চাকরি করবেন, সেটা আইনের শাসনের শর্ত পূরণ করে না। উপাচার্য নিয়োগে যোগ্যতার চেয়ে রাজনৈতিক আনুগত্য ও স্বার্থসিদ্ধির নিয়ম না বদলালে এই দুর্নীতিবিরোধী লড়াইও সচল হবে না।

পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.........................
তারিখ.........................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর